প্রথম আলো

তারিখ 17 JUN 2013
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৬

ছাত্রলীগের দুই পক্ষে সংঘর্ষ

চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা হল ছাড়ার নির্দেশ

চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) আধিপত্য বিস্তার নিয়ে গত শনিবার রাতে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন। এ ঘটনার পর গতকাল রোববার থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ছাত্রদের গতকাল বেলা তিনটা ও ছাত্রীদের আজ সোমবার সকাল নয়টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সংঘর্ষে আহতরা হলেন কম্পিউটার কৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র সাফায়েত ইসলাম এবং তৃতীয় বর্ষের সানিউল সানি ও নায়েব হোসাইন খান। তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত নায়েবকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জাহাঙ্গীর আলম গতকাল জানান, ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে সাত দিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, রাত ১২টার দিকে মেহেদী হাসান পাভেলের নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের একাংশের কর্মী সাফায়েত ইসলাম ও সানিউল সানি ছাত্রলীগের অপর পক্ষের নেতা মোসলেহ উদ্দিনের খোঁজে শহীদ মোহাম্মদ তারেক হুদা ছাত্রাবাসে যান। এ সময় মোসলেহ পক্ষের কর্মীরা তাঁদের মারধর করেন। এ ঘটনার পর মেহেদী হাসানের সমর্থকেরা দেশীয় অস্ত্রসহ শহীদ তারেক হুদা হলের সামনে অবস্থান নেন। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়।

ঘটনা সম্পর্কে ছাত্রলীগের নেতা মেহেদী হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ছাত্রলীগ বলে দাবি করা মোসলেহ-সমর্থিত দলটি আসলে ছাত্রদলের সমর্থক। এ কারণে ক্যাম্পাসে অহেতুক ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করছে।'

তবে মোসলেহ উদ্দিন বলেন, 'ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়ে মেহেদী হাসান পক্ষ আমাদের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে।'